হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণ

সমুদ্র মনকে প্রশস্ত করে আর পাহাড় আমাদের প্রকৃতির খুব কাছে নিয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা মনের সব ক্লান্তি দূর করে। এবারের লেখাটি হিমালয় কন্যা নেপাল ভ্রমণ নিয়ে।

আমি আল্লাহর রহমতে জাহাজ নিয়ে ৭০ টির অধিক দেশে গিয়েছি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ সাগর, মহাসাগর পাড়ি দিয়েছি। নেপাল ভ্রমণটি জাহাজ নিয়ে নয় বরং এটি ছিল আমার হানিমুন ট্রিপ। আমার সহধর্মিনীকে নিয়ে নেপাল ভ্রমণে গিয়েছিলাম বিমানে চড়ে। নেপালে কোন সমুদ্র নাই তাই হয়তো এর আগে যাওয়া হয় নাই। আমরা ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নেপাল ভ্রমণে যাই। ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কাঠমান্ডু তে পৌছাই। ফ্লাইটের সময় ছিল প্রায় দুই ঘণ্টার মতো। নেপাল যাওয়ার সুবিধা হল অগ্রিম কোন ভিসার প্রয়োজন না। কাঠমান্ডু এয়ারপোর্টেই অনএ্যারাইভেল ভিসা পাওয়া যায়।

আমরা নেপালে ৭ দিনের ভ্রমণে গিয়েছিলাম। প্রথমে কাঠমান্ডুতে দুইদিন ছিলাম তারপর যাই পোখারা সেখানে ছিলাম তিন দিন। পরে আবার কাঠমান্ডুতে ফিরে আসি তখন আরো দুইদিন ছিলাম কাঠমান্ডুতে। তারপর বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে দেশে ফিরে আসি।

কাঠমান্ডু এয়ারপোর্ট এ নামার পর আমাদের একজন ডাক্তার ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। উনিও পরিবার নিয়ে নেপাল ভ্রমণে এসেছিলেন। কথার মাঝেই আমাদের পরিচয় হয়। আমরা একই হোটেলে উঠেছিলাম এবং একসাথেই প্রায় সব জায়গাতেই ভ্রমণ করেছিলাম। দেশের বাইরে একসাথে ঘুরতে আমাদের ভালই লেগেছিল।

নেপাল ভ্রমণপিপাসুদের জন্য একটি চমৎকার গন্তব্য। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে হিমালয় কন্যা, কাঠমান্ডু দারবার স্কয়ার, পশুপতিনাথ মন্দির,বৌদ্ধনাথ স্তুপ, ভক্তপুর ও নাগর কোর্টের দর্শনীয় স্থান। এছাড়াও রয়েছে সাগর মাতা ন্যাশনাল পার্ক, লুম্বিনী, চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক।

কাঠমান্ডুতে দর্শনীয় স্থানগুলো হল পশুপতিনাথ মন্দির, বৌদ্ধনাথ স্তুপ, কাঠমান্ডু দরবার স্কয়ার ইত্যাদি। আমরা শহরের প্রাণ কেন্দ্রেই একটি হোটেলে ছিলাম এবং দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে বেড়িয়েছি।

স্বীকৃত। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন মহান আধ্যাত্মিক গুরু। তিনি অহিংসা এবং ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

মাস্টার মেরিনার,(এ এফ এন আই)

এক্স ক্যাডেট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম।

উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তা টুটুলের নামে বেনামে সম্পদের পাহাড়

নিয়মিত বেতন এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকায় দেশের অন্যান্য চিনিকলের তুলনায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলটি কর্মকর্তাদের নিকট খুবই প্রিয়। যার কারণে উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তা ছাত্রলীগ নেতা জাহিদুল হক টুটুল ঘুরে ফিরে ৮ বছর ধরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের একই চেয়ার ধরে রেখেছেন। কিছুদিনের জন্য মোবারকগঞ্জ চিনিকলে অবস্থান করলেও স্বৈরাচার আ.লীগ সরকারের হাত ধরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলে বদলী হয়ে বহাল তবিয়তে আছেন। অভিযোগ উঠেছে চাকুরীর সুবাদে বিভিন্ন দুর্নিতি করে নিজ এলাকায় সম্পদের পাহাড় গড়েছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে অভিযুক্ত কর্মকর্তা টুটুলকে বদলী করার জোর দাবি তুলেছেন সচেতন মহল।

দেশের ১৭টি চিনিকলের মধ্যে দর্শনা কেরুজ চিনিকলটি অন্যতম। বিভিন্ন কারণে অন্যান্য চিনিকলের কর্মকর্তাদের ঠিকমত মাসিক বেতন না হওয়ায় বিভিন্ন সুপারিশে বা অর্থ বিনিয়গ করে এ চিনিকলে বদলি হয়ে আসেন। তাদেরি একজন উৎপাদন বিভাগের ডিজিএম জাহিদুল হক টুটুল। আওয়ামী লীগের রাজনীতি করার সুবাদে স্বৈরাচার সরকারের সুপারিশে প্রথমবার ২০১৩ সালে দর্শনা চিনিকলে বদলি হয়ে আসেন তিনি। ২০১৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। কিছু দিনের জন্য মোবারকগঞ্জ চিনিকলে বদলি

হয়ে গেলেও পুন:রায় পছন্দের প্রতিষ্ঠান দর্শনা চিনিকলে ফিরে আসেন। সেই থেকে বর্তমানে তিনি কেরুজ চিনিকলে অবস্থান করছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, জাহিদুল হক টুটুল দুর্নিতি করে নিজ এলাকায় একাধিক আলিশান বাড়ি নির্মান করেছেন। আওয়ামী লীগ করার সুবাদে চাকুরীতে যোগদান এবং ঘুরে ফিরে লোভনিয় জায়াগায় পৌষ্টিং নিয়ে চাকুরী করায় জনমনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। ফলে অনেকেরই প্রশ্ন স্বৈরাচার সরকারের মদদপুষ্ট টুটুলের খুঁটির জোর কোথায়? আর কিভাবেই বা অবৈধ্য সম্পদের মালিক হলেন সেটি ক্ষতিয়ে দেখার দাবি তুলেছে সচেতন মহল।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত জাহিদুল হক টুটুল তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অশিকার করে বলেন, ভালো কাজারে জন্য আমাকে দর্শনা চিনিকলে রাখা হয়েছে।